ভোরের কাগজ

তারিখ ... APR 25 1999 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

55

আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমসমৃদ্ধ কম্পিউটার শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে আইবিএম

কাগজ প্রতিবেদক : কম্পিউটার শিক্ষায় আন্তর্জাতিক পাঠ্যক্রমসহ বাংলাদেশে আইবিএম-এর অ্যাডভান্সড ক্যারিয়ার এডুকেশন (এসিই) কেন্দ্র চালু হয়েছে। বিশ্বমানের কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে এ কেন্দ্র থেকে প্রচলিত সাধারণ তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার পরিবর্তে প্রোগ্রামিং বা নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার মতো বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ গতকাল শনিবার নগরীর পান্থপথে এ কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

ইন্টারগ্লোবাল বিজনেস সিস্টেমস এবং আইবিএম-এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, আইবিএম বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার সাজ্জাদ হোসেন ও আইবিএম-এসিই'র পরিচালক (আসিয়ান) থাও মিং চ্যাং এতে বক্তব্য রাখেন। ইন্টারগ্লোবালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ হোসেন স্বাগত ভাষণ দেন।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী দশকে বিশ্বের যে কটি দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধিশালী হবে, বাংলাদেশ হবে তার মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, রাজনৈতিক মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও দেশ ও জাতির উন্নয়নের প্রশ্নে ঐকমত্য স্থাপন করা গেলে পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ একটি আত্মনির্ভরশীল ও সমৃদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, ইন্টারগ্লোবাল এবং আইবিএম-এর যৌথ উদ্যোগে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালুর বিষয়টি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। কারণ সরকার কম্পিউটারকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এই খাতের উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য সম্ভাব্য সবরকম পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের তরুণরা অত্যন্ত মেধাবী, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সহজেই দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন, দেশের বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এজন্য সরকার বেকার যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার লক্ষ্যে তাদেরকে জামানত ছাড়াই ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী বিভিন্ন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার মান বজায় না রাখার কথা উল্লেখ করে বলেন, সরকার সম্প্রতি এ বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষার মান নিরীক্ষার বিষয়ে তিনি সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

বিভিন্ন কম্পিউটার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিউশন ফি'র উচ্চহারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এখানে অনেক বেশি ফি নির্ধারণ করা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হলে আগামী কয়েক বছর পর কম্পিউটার প্রশিক্ষিতরা বেকারত্বের শিকার হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

ইন্টারগ্লোবাল বিজনেস সিস্টেমসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ হোসেন বলেন, প্রোগ্রামিং বা নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মতো বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ তৈরির লক্ষ্যে প্রণীত পাঠ্যক্রম অনুযায়ী এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি পরিচালনা করা হবে। আইবিএম বর্তমানে বিশ্বের ১৬৩টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ৫৭টি দেশে এ ধরনের তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ চালু করেছে।